দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11-Nov 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ভিসি বলেছেন ঃ নিয়ম অনুযায়ী খুলব

আজ শিক্ষক ও ছাত্ররা ঢাকা ভার্সিটির ক্লাসে যাবেন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা আজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার উদ্যোগ নেবেন। উপাচার্য বলেছেন, তিনি নিয়ম মেনে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবেন।

গত ১৩ই অক্টোবর রাতে এক সরকারী আদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ ১৯৯০'-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময়সীমা

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ক্লাসে যাবেন

(১ম পাতার পর)

এক মাস নির্ধারণ করা হয় যার মেয়াদ আগামীকাল সোমবার শেষ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, শিক্ষকরা আজ কালো ব্যাজ পরে ক্লাসে যাবেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমেদ গতরাতে জানিয়েছেন, অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতীক প্রতিবাদ হিসেবে শিক্ষকরা আজ তাদের পুরনো সময়সূচী অনুযায়ী ক্লাস নিতে যাবেন। ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে কথা হয়েছে, ছাত্ররাও ক্লাসে আসবে। অবস্থা অনুকূলে থাকলে ক্লাস নেয়া অব্যাহত থাকবে। বন্ধ ক্লাসরুমে কিভাবে ঢুকবেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডীন আমাদের সাহায্য করবেন।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ইতিমধ্যেই শিক্ষকদের উদ্যোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আজ ক্লাসে যোগ দিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ছাত্র-শিক্ষকদের এই উদ্যোগের ব্যাপারে গতরাতে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করে জানান, তিনি নিয়ম মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন। উদ্যোগের ধরন সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি আজ বিকেলে ছাত্রনেতাদের সাথে বসবেন, তারপর বসবেন হল প্রাধ্যক্ষদের সাথে এবং সবশেষে সিন্ডিকেটের সভা ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করবেন।

রাজধানীর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধের মেয়াদ আগামীকাল শেষ হবার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের এক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে, বন্ধের সময়সীমা বাড়ানোর কোন ইচ্ছা সরকারের নেই। এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে খুলবে তা ঠিক করবেন স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরকর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত রাজধানীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলগুলোও প্রথমে অনির্দিষ্টকাল এবং পরে এক মাসের জন্য বন্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের হল-হোস্টেলও খালি করে দেয়া হয়েছিল।

একমাত্র ব্যতিক্রম

সরকারী আদেশে রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ক্লাস বন্ধ হয়ে গেলেও জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা তাদের একমাত্র হলটি ছাড়েনি। ছাত্ররা সরকারী আদেশ অমান্য করেছে, নাকি এই আদেশ তাদের জন্য প্রযোজ্য হয়নি তা জানতে চেষ্টা করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেছেন, তিনি ব্যাপারটা জানেন না। কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, ওরা কেন হল ছাড়েনি তা সরকারকে জিজ্ঞেস করুন। আমরা ছাড়তে বলেছিলাম; কিন্তু ওরা তাতে কান দেয়নি। সবশেষে কলেজ ছাত্র সংসদের সাথে যোগাযোগ করা হলে একজন নেতা জানান, কোতোয়ালী থানা পুলিশের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু ছাত্র রয়ে গেছে, তবে অধিকাংশই চলে গেছে।